

Vol. 32 | No. 1 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মিসরে আরবী সাংবাদিকতা-সাহিত্যের বিকাশ

Volume	32
Issue	1
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আবুবকর সিদ্দীক
Published online	October 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v32i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i1.3
Pages	73-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মিসরে আরবী সাংবাদিকতা-সাহিত্যের বিকাশ

মোঃ আবুবকর সিদ্দীক

সাংবাদিকতা বা Journalism শব্দটি ফরাসী "*Jour*" শব্দ থেকে লওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। *Jour* শব্দের অর্থ দিন এবং Journalism শব্দের অর্থ পত্রিকা, সাময়িকী বা রোজনামচা।[১] Louis L' Snyder-এর মতানুসারে ফরাসী "Journee" হতে এই পরিভাষাটির উৎপত্তি। এর অর্থ কাজের দিন। তবে ল্যাটিন *diurnalis*-এর উৎপত্তি ঘটেছে "*di-es*" শব্দ থেকে। এর অর্থ দৈনিক অথবা প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হওয়া এবং "*di-es*" শব্দের অর্থ "দিন"।[২] সুতরাং Journalism বা সাংবাদিকতার পরিভাষাগত অর্থ হলো, এমন একটি কাজ, যা সংবাদ সংগ্রহ করা, সংবাদ লেখা, সম্পাদনা করা অথবা কোন পত্রিকা বা সাময়িকীর প্রকাশনা ও নির্দেশনাকে বুঝায়।[৩] এই সংজ্ঞা কতিপয় ধারণায় সঠিক হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংজ্ঞা অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে না। কারণ পরিভাষাটির ব্যবহার দিন দিন আরো ব্যাপকতর হচ্ছে। আধুনিক যুগে সাংবাদিকতার প্রয়োগ ও ব্যবহার এত ব্যাপক-ভাবে হচ্ছে যে, এর দ্বারা বর্তমানে রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ, পর্যালোচনা ও চলচ্চিত্রকেও বোঝানো হয়ে থাকে।[৪]

সাংবাদিকতার মূল উৎস হলো মতামতের বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ। পণ্ডিতদের কেউ কেউ হেরোডুটাস (৪৮৫-৪২৫ খৃ. পূ.)-কে সাংবা-দিকতার পিতা বলে মনে করেন।[৫] আবার পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন যে খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৪৯ সালে যখন রোমের *Ceres* মানমন্দিরে সিনেট কর্তৃক অফিসিয়াল রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত হতো, তখন থেকে সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটে।[৬] একটি গ্রহণযোগ্য মতানুসারে খ্রী. পূ. ৬০ অব্দে যখন জুলিয়াস সিজার (১০০-৪০ খৃ. পূ.) প্রবর্তিত *Acta Diura* (প্রাত্যহিক আইন), *Acta Populi* (জনসাধারণের আইন), *Acta Urbana*

(মিউনিসিপ্যাল আইন) এবং *Acta Publica* (সরকারী আইন) চালু হয়, তখন থেকে রোমে সাংবাদিকতার উদ্ভব ঘটে।[৭] *Acta* ছিল অফিসিয়াল মাধ্যম যা জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সংবাদ পরিচালনে নিয়োজিত। যেমন, সিনেটে প্রদত্ত ভাষণসমূহের সারাংশ, সরকারী কাজ-কর্ম অথবা কোর্টের বিচারকার্যের বর্ণনা, সাপ্তাহিক যুদ্ধের সংবাদ, আইনানুগ সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জন্ম, মৃত্যু, খুন, দুর্ঘটনা, বিবাহ-তালাক, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হতো। সব রকমের সংবাদ জনসাধারণ কর্তৃক অথবা রাষ্ট্র-নিয়োজিত সাংবাদিক কর্তৃক সংগৃহীত ও একত্রিত হতো। এটা মুদ্রিত ছিল না, হাতে লিখিত ছিল। সম্রাটের অনুমোদনের পর জনসাধারণের পড়ার সুবিধার জন্যে রোমের বিভিন্ন স্থানে তা টানিয়ে দেয়া হতো।[৮]

বিশ্বের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ছিল চীনের Ti-Chou (দি পিকিং গেজেট)। খ্রীষ্টীয় ৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীতে T'ang রাজত্বের সময় এই Ti-Chau প্রকাশিত হতো।[৯] ইউরোপে John Gutenberg (১৪০০-১৪৬৮ খ্রী.) কর্তৃক ধাতুনির্মিত মুদ্রণ টাইপ আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম ১৪৪০ অথবা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে Maintz-এ মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অন্য একটি মতে ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় Nümberg-এ।[১০] এই সংবাদপত্র চিঠিপত্রের মত মুদ্রাকারে Ausburg, Vienna এবং Ratisbon-এ একই শতাব্দীতে প্রকাশিত হতো। এভাবে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশনার পর ভেনিস (ইতালী) সরকারের নির্দেশে সরকারীভাবে *Natizie Seritte* নামে ভেনিসে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সমসাময়িককালের ঘটনা ও ধারণাসমূহ উত্তরপত্রের আকারে প্রকাশিত হতো।[১১] অন্য আরেকটি মুদ্রিত সংবাদপত্র (ইশতিহার) ছিল *Marcurius Gallo Belqicus*, যা ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোলোন (Cologne) থেকে প্রকাশিত হয়। এই সব ইশ্‌তিহার নিয়মিত প্রকাশিত হতো না বরং সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় বন্ধ হয়ে যেতো। সর্বপ্রথম নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্র (ইশতিহার) ছিল *Avisa Relation order Zeitung* যা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি দিনের সব সংবাদ এককভাবে ইশতিহার আকারে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশ করতেন, তাঁর নাম ছিল Nathaniel Butter, তিনি

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক সংবাদ প্রকাশ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[১২] ইংরেজী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র George Veseler কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এসময় কিছু মুদ্রিত সংবাদপত্র আর্মস্টারডাম Amsterdam) পাওয়া যায়। সেই সংবাদপত্র জাহাজে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সংবাদপত্রের মধ্যে মুদ্রণের তারিখ দেয়া ছিল ডিসেম্বর ২০, ১৬২০ খ্রী.। তবে The London News Gazette প্রথম নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্র, যা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে The Daily Caurant ছিল প্রথম ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র যা ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী Gazette ফরাসী ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে সংবাদিকতার সূত্রপাত হয়। *The Journal de Paris* ছিল ফ্রান্সের প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

আরবী সাংবাদিকতা (আল-সাহাফাহ্) শিল্প ও সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশের সাংবাদিকতার চেয়ে কোন দিক দিয়ে পেছনে নয়। সংবাদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরবী সাংবাদিকতা সব ধরনের আধুনিক উপাদান, উপকরণ, বাহন ও মাধ্যমগুলো অবলম্বন করে আছে। একটি উন্নত দেশের সাংবাদিকদের দ্বারাই একমাত্র এটা সম্ভব। সংবাদ পরিবেশন ও ঘটনাবলী প্রচার ছাড়াও উন্নতমানের পরিচ্ছেদ ও ভূমিকা এবং অভিজ্ঞ শিল্পী, সাহিত্যিক ও সমসাময়িক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক তথা সর্বপ্রকার প্রবন্ধ আরবী সাংবাদিকতার মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে। সাংবাদপত্র ও সাময়িকী গুলোর সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা ও নিবন্ধের জন্য প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের লেখা আহ্বান করা হয়। ফলে, আরবী দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোর ব্যাপক প্রচার আরব পাঠকদের মনে আরবী সংবাদপত্রের প্রতি অধিক আগ্রহ জাগায়। বর্তমান যুগে আরবী সংবাদপত্র, প্রতিবেদন, সংবাদ পর্যালোচনা ও রিপোর্টগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন নতুন সংবাদ সরবরাহ করা, সচিত্র প্রতিবেদন, উন্নত মানের প্রবন্ধ, বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তম ছাপা ও কাগজের কারণে সাংবাদিকতার জগতে প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছে।[১৩] আধুনিক আরবী সাহিত্যে সংবাদপত্রের জন্য সাধারণতঃ আল-জারীদা শব্দটির ব্যবহার

হয়ে থাকে। লেবাননের আহমদ ফারিস বিন্ ইউসুফ আল-শিদয়াক (মৃ. ১৩০৫/১৮৮৭)[১৪] সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে আল-সহীফা শব্দটিও বহুলাংশে ব্যবহৃত হতো। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় সাংবাদিকতার প্রতি উসমানী তুর্কী শাসকদের গভীর আগ্রহ জাগে। তুর্কী দীভানের (সরকারী দফতর) ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পাশ্চাত্য সংবাদ-পত্রের বিশেষ অংশ আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও করা হয়।[১৫] ধীরে ধীরে তুরস্কে সাংবাদিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ দফতর প্রতিষ্ঠিত হলে তা ত্রয়োদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরো ভাগে এমন কি পরবর্তী সময়েও উসমানী সরকারের হাতকে অনেক শক্তিশালী করে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রগুলো ফরাসী সরকারের তত্ত্বাবধানে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হতো। ১২০৫ হি./১৭৯০ খ্রী. হতে ১২১৫ হি./১৮০০ খ্রী. পর্যন্ত উসমানী কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমানে আলফারা) অবস্থিত ফরাসী দূতাবাস থেকে জারীকৃত ইশতিহার, প্রতিবেদন ও সংবাদগুলো ফরাসী ছাপাখানা কর্তৃক প্রকাশিত হতো। ১২১০ হি./১৭১৫ খ্রী. ফরাসী দূত Verninac কর্তৃক ইউরোপ থেকে প্রতি ১৫ দিনের ডাকে ৬ থেকে ৮ ফুলস্কেপ পৃষ্ঠার একটি সংবাদপত্র তুরস্কে ফরাসী ভাষায় ছাপিয়ে আনা হতো। এর মাধ্যমে শহরে বসবাসকারী ফরাসী নাগ-রিকদেরকে প্রয়োজনীয় আইন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হতো। পত্রিকাটি Levent (রোম সাগরের পূর্বাঞ্চল ও এর উপকূলবর্তী দ্বীপ সমূহ)-এর সর্বত্র প্রচার করা হতো। পরে রাষ্ট্রদূত Aubert Dubazet কর্তৃক পত্রিকাটি কনস্টান্টিনোপলের ফরাসী গেজেট (*Gazette francaise de Constantinople* নামের একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত এটা প্রথম পত্রিকা ছিল। ফরাসী দূতাবাস থেকে পত্রিকাটি দু'বছর কাল প্রকাশিত হয়। পরে তুর্কী সরকার কর্তৃক এর উপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়।[১৬]

মূলতঃ সাংবাদিকতা ও মুদ্রণের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরব দেশগুলো আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো ৯২০/১৫১৪ সালে ইতালীতে আরবী অক্ষরযুক্ত ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম তুরস্ক এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ১১৪১/১৭২৮

সালে কনস্টান্টিনোপল আরবী মুদ্রাক্ষরে ছাপানোর কাজ আরম্ভ হয়। তবে আরব দেশগুলোতে টাইপযুক্ত ছাপানোর কাজ ত্রয়োদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুরু হয়। সর্বপ্রথম আরবী ছাপাখানা সিরিয়ার আলেপ্পো নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর লেবাননে এবং পরে বৈরুতে ছাপাখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১২৩৮/১৮২২ সালে ইংরেজরা মালটায় একটি আরবী ছাপাখানার নকশা আঁকে এবং ১২৫০/১৮৩৪ সালে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে তা মালটা থেকে বৈরুতে স্থানান্তর করে। ১২১৩/১৭৯৮ সালে ফরাসী সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টি সরকারী আদেশ ও ঘোষণাবলী আরবী ভাষায় প্রচার করার উদ্দেশ্যে একটি ছাপাখানা মিসরে নিয়ে আসেন। এই ছাপাখানাটির নাম আলমাতবা'আ আল-আহলীয়্যাহ্ রাখা হয়।[১৭]

আরবী সাংবাদিকতা-কে প্রকৃতপক্ষে মিসরীয় সাংবাদিকতা বলা যেতে পারে। আরবভূমিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কর্তৃক সাংবাদিকতার প্রবর্তন হয়। তিনি ১২১৩/১৭৯৮ সালে মিসর অধিকার করেন। মিসরকে আরবী সাংবাদিকতার জন্মস্থানও বলা হয়। নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থান এবং উন্নত মানের ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ধারক ও বাহক হিসেবে মিসর এই কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। তবে মিসরীয় সাংবাদিকতা পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রতি বহুলাংশে ঋণী। মাত্র তিন বছর (১৭৯৮-১৮০১ খ্রী,) পর্যন্ত মিসর ফরাসীদের অধীনে ছিল। এ সময় তাঁরা মিসরে আরবী সাংবাদিকতার বীজ বপন করেন। নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণের সময় দু'টি মুদ্রণযন্ত্র (প্রেস) সঙ্গে নিয়ে আসেন। একটি বেসরকারী ছিল এবং প্রকাশক Marc Aurel এর মালিক ছিলেন। তবে এর মুদ্রাক্ষর শুধু ল্যাটিন ভাষার ছিল। অন্যটি সরকারী ছিল, যা প্রাচ্য ভাষাবিদ T. Marcel-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এর মুদ্রাক্ষর গুলো ফারসী, আরবী ও গ্রীক ভাষার ছিলো। মিসরে ফরাসী ভাষায় প্রথমে দুইটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সরকারী মুদ্রণযন্ত্র থেকে প্রতি ৪ অথবা ৫ দিন অন্তর অন্তর *La Courrier de l' Egypte* বা *Jaridah Barid Misr* (মিসরের বার্তাবাহক) প্রকাশিত হতো। এর প্রথম সংখ্যা ১২১৩/ ১৭৯৮ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সরকারী ইশতিহার প্রকাশের মাধ্যম। মিশরে ফরাসী

আক্রমণসম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। অন্যদিকে এর ১ মাস পর বেসরকারী মুদ্রণযন্ত্র থেকে প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর কায়রো থেকে একই প্রকাশকরে একটি পত্রিকা La *decade Egyptienne* বা Al-ushrah al-Misriyyah (মিসরীর দর্শক) ১২১৩/১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি অর্থনীতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক সংবাদপত্র। এই পত্রিকায় নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সমিতির (*Institute d' Egypte*) সদস্যদের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো। সমিতির কার্যাবলী এবং পরিষদের সভায় উপস্থাপিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলোও এতে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির নামকরণ ত্রৈদশক হলো, কারণ ফরাসী সরকার মাসকে চার সপ্তাহের স্থলে তিনটি দশকে বিভক্ত করতো। মিসরে ফরাসীদের আধিপত্য বিলুপ্তির সাথে সাথে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকা দু'টিরও সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং ১২১৬/১৮০১ সালে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে গেলে Marc Aurelও দেশে ফিরে যান। এরপর T. Marcel-এর *Imprimerie Orientale et francaise* (প্রাচ্য ও ফরাসীর) ছাপাখানা থেকে দু'টি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গণিতবিদ Fourier এবং চিকিৎসাবিদ Desgenettes এর তত্ত্বধানে ছিলেন। সে যাই হোক Courrier এর চার পৃষ্ঠার ১১৬টি সংখ্যা এবং Decade-এর তিনটি খণ্ড সাংবাদিকতার জগতে অত্যন্ত মূল্যবান উৎস ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পরিগণিত। Marcel-এর ছাপাখানা থেকে আরবী ভাষায় শুধু তথ্যাবলী ও বিজ্ঞাপনসমূহ প্রকাশিত হতো। তবে ১২১৫/১৮০০ সালের ১৬ই জুন তারিখে Kaleber-এর হত্যার পর এই ছাপাখানা থেকে Menou-এর প্রতিষ্ঠিত প্রথম আরবী-সংবাদপত্র 'আল-তানবীহ" (সতর্কীকরণ) প্রকাশিত হয়।[১৮] ফরাসী এই পত্রিকা দু'টি মিসরে আরবী সাংবাদিকতার পথ সুগম করে এবং এই সূত্র ধরে মুহাম্মদ আলী পাশার সময়ে, ১২১৬/১৮০১ সালে মিসর থেকে ফরাসীবাহিনী বিতাড়িত করেন, ১২৩৮/১৮২২ সালে খেদী ভী "জার্নাল" প্রকাশিত হয়।[১৯] এতে সরকারী সংবাদ এবং তুর্কী-আরবী ভাষায় লিখিত আরব্য রজনীর গল্প প্রকাশিত হতো।

মূলতঃ আরবী সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পারিপার্শিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়। পরাধীনতার যুগে

রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একপ্রকার হলেও স্বাধীনতার যুগে তা ভিন্নতর হয়। পরাধীনতার সময়ে জনসাধারণকে বিদেশী ও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। তাদের মনে স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অবজ্ঞার বীজ বপন করা হয়। মাতৃভূমির প্রতি তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করা হয়। এমন কি স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধও করা হত। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার যুগে জনগণের মন-মানসিকতাকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োগ করার সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। অধিকার আদায়ের চেয়ে তাদেরকে নাগরিক দায়িত্ব পালনের প্রতি বেশী মনোযোগী করা হয়। ফলে মিসরের আরবী সাংবাদিকতাকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।[২০]

প্রথম পর্যায়ে, যার সূচনা হয় ১২১৩/১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান কর্তৃক মিসর অধিকার দ্বারা এবং সমাপ্তি ঘটে ১৩০০/১৮৮২ সালে ইংরেজদের মিসর আক্রমণের মাধ্যমে। মিসর সরকার ফরাসী আধিপত্যের সূচনালগ্নেই নিশ্চিতভাবে মনে করলেন যে, মিসরীয় জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে সাহায্য করা প্রয়োজন। তাই ফরাসী সরকার মিসরে একটি গণসংযোগ দফতর প্রতিষ্ঠা করে মিসরীয় পণ্ডিতবর্গ ও সাহিত্যিকদেরকে এর কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। মুসলমানদের জন্য একটি গুরুপূর্ণ বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিচারবিভাগের রায় ও নির্দেশাবলী জনগণ বিশেষ করে সামরিক বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দিনপঞ্জী হিসেবে ইতিপূর্বে উল্লেখিত "আল-তানবীহ" (*L' Avertissement*) নামে একটি আরবী সহীফা (পত্রিকা) এই সময় চালু করা হয়। সৈয়দ ইসমাইল আল-খাশশাব পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। তবে এর প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্বে সামরিক বাহিনী ছিল। একটি সামরিক ও বিচার বিভাগীয় পত্রিকা ব্যতীত এর অন্য কোন মর্যাদা ছিল না। "আল-তানবীহ" (সতর্কীকরণ) আরবী সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি ভিত্তিপ্রস্তর। ফরাসী শাসকরা মিসর থেকে বিদায় নেয়ার পর চিরদিনের জন্য পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[২১] মিসর থেকে ফরাসী আধিপত্য শেষ হওয়ার পূর্ণ ২৭ বছর পর মুহাম্মদ আলী পাশা ১২৪৪/১৮২৮ সালে আল-ওয়াকাঈ' আল-মিসরিয়্যাহ্" (মিসরীয় ঘটনাবলী) নামে একটি

সরকারী পত্রিকা আরবী ভাষায় চালু করেন। প্রকৃত অর্থে এটাই আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। তবে প্রথমে পত্রিকাটি শুধু তুর্কী ভাষায় পরে তুর্কী ও আরবী ভাষায় এবং আরো কিছুকাল পরে শুধুমাত্র আরবী ভাষায় সপ্তাহে ৩ বার প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি ১২৮৩/১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মিসরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রী.) পর পত্রিকাটি শুধু আরবী ভাষায় সপ্তাহে তিনবার ছাপানো হতো। এতে রাজনৈতিক অবস্থার রূপরেখার পরিবর্তে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া হতো এবং গঠনমূলক কাজের উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রতি অধিক জোর দেয়া হতো। পরবর্তী সময় সরকার ও জনগণের স্বার্থে পত্রিকাটিকে সরকারী গেজেট হিসেবে ত্রৈমাসিক করে দেয়া হয়।[২২]

"আল-ওয়াকাই" আল-মিসরিয়্যাহ" (মিসরীয় ঘটনাবলী)-এর সম্পাদনা পরিষদের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, তৎকালীন কতিপয় বিখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, প্রগতিশীল বিচারক, প্রবন্ধকার ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এর সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেখ হাসান আল-আত্যার (মৃ. ১২৫১/১৮৩৫), শেখ ইব্রাহীম আল-দাসূকী (মৃ. ১৩০০/১৮৮২), আহ্মদ ফারিস আল-শিদায়াক (মৃ. ১৩০৪/১৮৮৭), শেখ রিফাআ বিক আল-তাহতাভী (মৃ. ১২৯০/১৮৭৩), মুফ্তী শেখ মুহাম্মদ আবদুহু (মৃ. ১৩২৩/১৯০৫) এবং সাদ যাগলূল (মৃ. ১৩৪৬/১৯২৭)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবনে একটি বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ও জীবনকে মূল্যায়নের পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের ছিলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১২৬৬/১৮৪৯ সাল থেকে ১২৮০/১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার প্রকাশনা স্থগিত ছিল। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, খেদীভ প্রথম আব্বাস (১৮৪৯-১৮৫৪ খ্রী.) এবং সাঈদ (১৮৫৪-১৮৬৩ খ্রী.) প্রগতি ও আধুনিকতাবিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু ১২৮০/১৮৬৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'আল ওয়াকাই"-এর পর ১২৮৩/১৮৬৬ সালে আবদুল্লাহ

আবূ আল-সউদ (মৃ. ১২৮৭/১৮৭০) কর্তৃক কায়রো থেকে "ওয়াদী আল-নীল" নামে একটি পত্রিকা সপ্তাহে দুইদিন প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি তুর্কী সুলতানের বিরোধিতা এবং ইসমাঈল পাশার নীতি সমর্থন করে। পত্রিকাটি ১৩০১/১৮৮৩ সালে পরবর্তী সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। আবদুল্লাহ্-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ পত্রিকাটির শিরোনামা পাল্টিয়ে "রাওদাহ আল-আখবার" (সংবাদের উদ্যান) নাম দিয়ে পুনরায় প্রকাশ করেন। এর আগে ১২৮২/১৮৬৫ সালে খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে ডাঃ ইব্রাহীম আল-দাসূকী ও ডাঃ মুহাম্মদ আলী আল-বাকলী "আল ইয়াসূব" পত্রিকা মিসর থেকে প্রকাশ করেন। শেখ ইব্রাহীম আল-দাসূকী-কে এর সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। এটা আরবী সংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রথম একটি মাসিক চিকিৎসা পত্রিকা। এরপর ১২৮৬/১৮৬৯ সালে ইব্রাহীম আল-মুয়াইলিহী ও উসমান জালাল নামে দুইজন মিসরীয় সাংবাদিক সাপ্তাহিক "নুযহাত আল-আফকার" (চিন্তার আনন্দভ্রমণ)-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। কিছু দিন বন্ধ থাকার পর পত্রিকাটি পুনরায় ১৩০৭/১৮৮৯ সালে কয়রো থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পত্রিকাটির মাত্র দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হতে পেরেছিল। ১২৯৩/১৮৭৬ থেকে ১২৯৫/১৮৭৮ সালের মধ্যে সিরিয়া ও লেবানন থেকে আগত সাংবাদিকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মিসরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে দৈনিক আল-আহরামের (পিরামিড) নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ১২৯৩/১৮৭৬ সালে সালীম তাক্‌লা (১৮৪৯-১৮৯২ খ্রী.) ও তাঁর ভাই বিশারত তাক্‌লা (১৮৫২-১৯১১ খ্রী.) কর্তৃক পত্রিকাটি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ১২১০/১৮৯২ সাল হতে পত্রিকাটি প্রতিদিন কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৭২/১৯৫২ সালে মিসরীয় বিপ্লবের সময় পর্যন্ত এই পত্রিকাটি তাক্‌লা পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হতো। পরে পত্রিকাটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আল-আহরাম আজো মিসরের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। ১২৮৯/১৮৭২ সালে "আল-কাওকাব আল-শারকী" (প্রাচ্যের তারকা) নামে অন্য একটি পত্রিকা সালীম আল-হামাভী কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ত্রৈমাসিক পত্রিকা "আল-ইত্তিহাদ আল-মিসরী" (মিসরীয় একতা) ১২৯৭/১৮৭৯ সালে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রকাশিত হয়, যা ১৩১০/

১৮৯২ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। আনুমানিক ১২৯৬/১৮৭৮ সালে মিখাইল আফিন্দী আবদ আল-সায়্যিদ কর্তৃক প্রথম কপটিক সংবাদপত্র "আল-ওয়াতান" (মাতৃভূমি) কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়, যা ১৩৪৮/১৯২৯ সাল পর্যন্ত চালু থাকে।[২৩]

১২৯৪/১৮৭৭ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় মিসরে আরবী সাংবাদিকতার অগ্রগতি ভালভাবে প্রমাণিত হয় এবং যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রিচমন্ড (Richmond) বলেন যে, এই যুদ্ধ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জনগণের ঘটনাবলীর স্বার্থ ও চেতনাকে উদ্দীপিত করে এবং ঐ সময় থেকে বেশ কয়েকটি সাময়িকীও প্রকাশিত হতে থাকে। এ-সময় আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫) ও সালীম নাকক্কাশ্ কর্তৃক যথাক্রমে সাপ্তাহিক "মিস্র" (মিসর) এবং দৈনিক আল-তিজারাহ" (বাণিজ্য) কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। ইয়াকুব সান্যু নামে একজন মিসরীয় ইহুদী কর্তৃক "আবূ নাদ্দারাহ" পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এবং একই ইহুদী কর্তৃক ১২৮৭/১৮৭০ সালে মিসরীয় থিয়েটারও (মঞ্চনাটক) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই প্রথম অভিনেতাদের মঞ্চে আহ্বান করেন। আবূনাদ্দারাহ" ও "আল-ওয়াতান" পত্রিকা-দ্বয়ের শ্লোগান ছিল, "মিসর কেবলমাত্র মিসরবাসীদের জন্য।" "মিসর" ও "আল-তিজারাহ্" সরকারবিরোধী নীতির জন্য রিয়াদ পাশা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে আদীব ইসহাক প্যারিস চলে যান এবং সম্ভবতঃ ১২৯৮/১৮৮০ সালে সেখান থেকে 'আল কাহিরা" (কায়রো) নামে একটি আরবী পত্রিকা বের করেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসহাককে পুনরায় মিসরে ডেকে আনা হয় এবং "মিসর" পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। "আবূনাদ্দারাহ" ছিল আরবী ভাষায় প্রথম সরকারবিরোধী একটি ব্যঙ্গ পত্রিকা। এতে সান্যু মিসরীয় ব্যঙ্গ ও সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন। ফলে তাঁকে মিসর ত্যাগে বাধ্য করা হয়। প্যারিসে গিয়ে তিনি "আবূ নাদ্দারাহ" প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি প্রথমে ইসমাঈলকে আক্রমণ করে সংবাদ ছাপেন এবং পরে তওফীক পাশা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেন।[২৪] ১২৯৭/১৮৭৯ সালে আদীব ইসহাক ও সালীম নাক্কাশ্ আলেকজান্দ্রিয়ায় "আল-মাহরুসা" (প্রতিরোধ) নামে অন্য একটি আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১২৮৭/১৮৭০ সালে আল্লামা আলী মুবারক "রাওদাত আল-মাদারিস" (শিক্ষালয়ের উদ্যান) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন। রিফা'আ বিক-আল-তাহ্তাভীর ওপর পত্রিকাটির সম্পদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই পত্রিকার ১ম সংখ্যায় রিফা'আ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন এবং তাতে তিনি পত্রিকার আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। "রাওদাত আল-মাদারিস" আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও উন্নয়নের একটি চাবিকাঠি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকার প্রখ্যাত লেখকেদের মধ্যে আবদুল্লাহ ফিকরী, ইসমাঈল আল-কালাকী, মুহাম্মদ কাদ্রী, শেখ উসমান এবং আরো অনেকের নাম উল্লেখ্য। পত্রিকাটি ১২৯৫/১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এবং এর দ্বারা আধুনিক আরবী সাংবাদিকতার পথ যথেষ্ট সুগম হয়। খেদীভ ইসমাঈল পাশা (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রী.) আধুনিক শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে আরবী ভাষায় ১০টিরও বেশী সংবাদ পত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। তাঁর যুগের "রাওদাত আল-মাদারিস" পত্রিকাটি মিসরীয় যুবকদের মধ্যে একটি প্রবল রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক চেতনার সঞ্চার করে। আরবী সাংবাদিকতার প্রথম পর্যায়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অফিসিয়াল কার্যক্রমের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হতোনা। ত্রুটি পূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে সাংবাদিকতার সর্বত্র অসন্তোষ বিরাজ করতো। এই যুগে প্রকাশিত "আল-ওয়াকাই"-এর ন্যায় বড় বড় আরবী পত্রিকাগুলোর ব্যবস্থপনাও ত্রুটিমুক্ত ছিলনা। তবে খেদীভ ইসমাঈল পাশার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইসব সাংগঠনিক ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়। এ সময় মিসর একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও সম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। গোপনে ও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এই আন্দোলনের ছায়াতলে লালিত হতে থাকে। ফলে তৎকালীন মিসরে ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজনীতির উদীয়মান তারকা চলমান আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দিতে থাকে। ইতিমধ্যে মিসরীয় আরবী সাংবাদিকতা উন্নতির অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে ফেলে। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে আরবী সাংবাদিকতা মিসরবাসীদেরকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পাশ্চাত্যের শিল্পসাহিত্য ও

কলা তাদের মন মানসিকতাকে উজ্জীবিত করে। সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদরা মিসরের জনগণের ধর্ম ও রাজনীতির ওপর গবেষণা করার পথ সুগম করে দেয়। ফলে প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতাকে দু'টি ভিন্ন পথে অবস্থান করতে দেখা যায়।[২৫]

মিসরে আরবী সাংবাদিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটে ১৩০০/১৮৮২ সালে ইংরেজদের মিসর আক্রমণ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রী.) শেষ হওয়া পর্যন্ত। ১৩০৩–১৮৮৫ সালের কাছাকাছি সময় বেশ কিছু গবেষণা পত্রিকা, সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করার জন্য ইয়াকুব সারুফ (১৮৫২-১৯২৭ খ্রী.) ফারিস নিম্‌র (১৮৫৪-১৯৫২খ্রী.) ও মাকারিউস-এর ন্যায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। ১২৯৪/১৮৭৭ সালে ইয়াকুব সারুফ ও ফারিস নিম্‌র কর্তৃক বৈরুত থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক "আল-মুকতাতাফ" (মনোনীত বিষয়) পত্রিকাটি ১৩০৪/১৮৮৬ সালে বৈরুতের পরিবর্তে কায়রো থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাটি জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত ছিলো। এটা ডারউইন ও স্পেনসারের বিবর্তনবাদের মতবাদগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশের উত্তম বাহন ছিল। ১৩০৭/১৮৮৯ সালে একই ইয়াকুব সারুফ ও ফারিস নিম্‌র কর্তৃক "আল-মুকাত্যাম" (পূর্ব-মিসরের সারি পাহাড়) নামে অত্যন্ত বিখ্যাত ও প্রভাবশালী একটি আরবী দৈনিক পত্রিকা কায়রোতে প্রকাশিত হয়। সারুফ ও নিম্‌র খ্রীস্টান হওয়ায় এবং পত্রিকাটি বৃটিশপন্থী হওয়ায় মুসলমানগণ তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপরিবেশনা ও মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশের জন্য তাঁরা পত্রিকাটি পাঠ করতেন। অন্য যে-কোন আরবী পত্রিকার তুলনায় এর সার্কুলেশন ছিল বেশী। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, আরব ভূখণ্ড, তুরস্ক, ভারতবর্ষ, ইরান, ইউরোপের প্রবাসী প্রাচ্যবাসী দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত পাঠক-পাঠিকা পত্রিকাটি পড়তো। এর প্রকাশনা ১৩৭২/১৯৫২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তবে পত্রিকাটি ১৩০৭/১৮৮৯ সালের পর কনস্টান্টিনোপলের উসমানী সরকারের সমর্থনকারী 'আল-আহরাম" পত্রিকার বিরোধিতা শুরু করে। দৈনিক আল-মুকাত্যাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের পক্ষ

অবলম্বনের মাধ্যমে মিসরীয় সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বনকারী পত্রিকাগুলোর মধ্যে "আল-মুকাত্যাম"-এর ন্যায় ১৩০০/১৮৮২ সালে প্রকাশিত দৈনিক "আল-যামান "(কাল)ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আরবী সংবাদপত্রের দ্বিতীয় একটি গ্রুপ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল। এই গ্রুপের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা ছিল দৈনিক "আল-মুয়ায়্যিদ" (সাহায্যকারী)। পত্রিকাটি শেখ আহমদ মাদী ও শেখ আলী ইউসুফের দক্ষ ও বিজ্ঞ তত্ত্বাবধানে ১৩০৮/১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন এবং ভবিষ্যতের দেশপ্রেমিক সংবাদপত্রের জন্য প্রেরণার উৎস জোগাড় করে। ১৩১০/১৮৯২ সাল হতে ১৩২০/১৯০২ সাল পর্যন্ত মিসর থেকে পুরাতনপন্থী বেশ কিছু আরবী দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এই সময় মিসরের সংবাদপত্র গুলোর সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল—এক. "আল-মুকাত্যাম" পত্রিকার নীতি ও নির্দেশ অনুসরণ করে ইংরেজদেরকে সাহায্য করা অথবা দুই. "আল-মুয়ায়্যিদ"-এর সংস্কারবিরোধী নীতি ও ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ইংরেজদের সরাসরি বিরোধিতা করা। এইযুগে আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার অর্জনকারী সিরীয়-লেবাননী সার্কেলের স্থান মিসরীয় মুসলিম সাংবাদিকরা ধীরে ধীরে দখল করে নেয়। তাঁরা পুরাতনপন্থী ছিলেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। ১৩১৫/১৮৯৭ সালে "আল-আদালত" (বিচার) প্রকাশিত হয়। এবং তা "আল মুয়ায়্যিদ"-এর অনুসৃত নীতির সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে "আল-আদালত" এই সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।[২৬]

মূলতঃ ১৩০০/১৮৮২ সালে মিসরে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পর আরবী সাংবাদিকতা আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজদের উদারনীতি ও আরবী সংবাদপত্রগুলোকে উৎসাহ প্রদানের ফলে মিসরের জনগণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিক আনন্দ পেতে থাকে। এই সময় সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক হারে অধিক স্বাধীনতা দেয়া হয়। যে কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার জামানত ব্যতিরেকেই একটি সংবাদপত্র বা সাময়িকী বের করতে পারতো। তবে পত্রিকা এবং সাময়িকীর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অপেক্ষাকৃত অধিক বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সাহিত্যিক মানের ছিল। ১৩১৭/১৮৯৯ সালে মুফ্তী মুহাম্মদ

আবদুহ্‌র অনুগামী আল্লামা রশীদ রিদা "মাসিক আল-মানার" (বাতিঘর) নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জামাল আল-দীন আল-আফগানী ও মুফ্‌তী মুহাম্মদ আবদুহ্‌ এর ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ইসলামী দর্শনের আলোকে পত্রিকাটি বর্তমান সমস্যার পর্যালোচনা করতো। ১৩০০/১৯০০ সালে "আল-লিওয়া" (পতাকা) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা দেশপ্রেমিক, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, অনলবর্ষী বক্তা ও অগ্নিপুরুষ মুস্তফা কামিল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা মিসরের যুবসম্প্রদায়কে তাঁদের মাতৃভূমিকে ইংরেজ তথা বিদেশীদের কবল থেকে স্বাধীন করার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। তিনি মিসরীয় সাংবাদিকতাকে আরো ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে "আল-লিওয়া" কে আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি অধিক সাহসিকতার সাথে ইংরেজদের মিসর ত্যাগ করার দাবী উত্থাপন করে। দাবীটি আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজবিরোধী প্রচারকার্যে আরো সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সমাজের বিত্তবানরা তাঁর কাজে সাহায্য করেন। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো চালু করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করা হয়। সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য রাজনৈতিক দলের রূপরেখা তৈরী করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কায়রো থেকে গুরুত্বপূর্ণ "আল-জারীদা" পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সুযোগে তাঁরই নেতৃত্বে "আল-হিযব আল-ওয়াতানী" (জাতীয় দল) নামে একটি জাতীয় সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে। একই উদ্দেশ্যে জুরজী যায়দান ১৩১০/১৮৯২ সালে আল-হিলাল (নব-উদিত চাঁদ) সাময়িকীটি আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। এটা ষাট দশক পর্যন্ত চালু ছিল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মিসরের দৈনিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, ও মাসিক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭০টিতে। এই সময়ের একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সার্কুলেশন তিন হাজারেরও বেশী ছিল। তবে এইযুগে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাংবাদিকতা-পেশা তেমন লাভজনক ছিল না।[২৭]

মিসরে আরবী-সাংবাদিকতার তৃতীয় পর্যায়ের বিস্তৃতি ছিলো ১৩৩৭/১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া থেকে (যা উসমানী সাম্রাজ্য বিভক্তির পর শুরু হয়) ১৩৭২/১৯৫২ সাল পর্যন্ত, যখন জামাল আবদ আল-নাসিরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নতুন মিসর আত্মপ্রকাশ

করে। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েকমাস পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ইংরেজরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, মিসর গ্রেট বৃটেনের আশ্রিত রাজ্য এবং উসমানীর সাম্রাজ্যের কোন আধিপত্য এর ওপর নেই। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন প্রায় সমস্ত মিসরীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। সাংবাদিক, ছোট ছোট জমিদার, যুবক, প্যান-ইসলামবাদী, হতাশ রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন মিসর প্রত্যাশী জাতীয়তাবাদীগণ ব্রিটিশদেরকে মিসর থেকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে ১৩৪১/১৯২২ সালে ইংরেজ একতরফা-ভাবে মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণার এবং ১৩৫৮/১৯৩৯ সালের ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির তিন বছর পরও মিসর ত্যাগ করেনি। এ-সময় মিসরবাসীদের মনে স্বাধীনতা অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং দিন দিন এর জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৩৪১/১৯২২ সালে মুহাম্মদ মাহমূদ পাশা কর্তৃক লিবারেল কন্সটিটিউশনাল পার্টি (Liberal constitutional) গঠিত হয়। এই পার্টি সাধারণতঃ অভিজাত-বর্গ ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। পার্টির পক্ষ থেকে একই বছর মুহাম্মদ হোসাইন হায়কালের সম্পাদনায় "আল-জিয়াজত" (রাজনীতি) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাকাশিত হয়। ১৩৪৫/১৯২৬ সালের পর পত্রিকাটির একটি দৈনিক প্রকাশনা বের হয়। এতে মিসরের স্বাধীন-তার রূপরেখা দেয়া হতো। আবদুহর বন্ধু ও আল-আফগানীর ছাত্র সাদ যাগলূল পাশা (১৮৫৭-১৯২৭ খ্রী.) কর্তৃক ১৩৩৮/১৯১৯ সালে ওয়াফ্‌দ পার্টি গঠিত হয়। যাগলূল ও তাঁর প্রতিনিধিদের মতামত প্রমাণের জন্য এই পার্টির বেশ কয়েকটি পত্রিকাও ছিল। এদের মধ্যে "আল-বালাগ", "কাওকাব আল-শারক" এবং "আল-মিসরী" বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।' আল ফাতুলা" (দল)ও ওয়াফ্‌দ পার্টির একটি ভিন্নধর্মী পত্রিকা। "বিলাদী" (আমার দেশ) যাগলূলের প্রতিনিধিদের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। হিযব আল-ওয়াতানী পার্টির একটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল "আল-লিওয়া আল-জাদীদ" (নতুন পতাকা)। একই পার্টির আরো একটি সাপ্তাহিক "আল ইয়াওম" (আজকাল) সংবাদ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বের হতো। এই প্রসঙ্গে শিরকাত আল-তাবাআ আল-শারকিয়্যাহ্, আল-আহরাম ও দার আল হিলাল ইত্যাদি প্রকাশক-দের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা ব্যাপক আরবী সাংবাদিকতার জন্য এই যুগে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।[২৮]

১৩৩৭/১৯১৮ সালের পর থেকে মিসরে আরবী সাংবাদিকতার মান ও শৈল্পিক রূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ছাপা সুন্দর, পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত মানের কম্পোজপদ্ধতি, ও সচিত্র প্রতিবেদনের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। এ সময় পত্রিকা-সম্পাদক ও কর্মচারীদের বেতন খুবই কম ছিল। প্রথম প্রথম প্রবন্ধ-কারদের কোন পারিশ্রমিক দেয়া হতোনা। কখনো দেয়ার প্রয়োজন হলে তা খুবই কম ছিল, যা পরিশোধ করা পত্রিকার বা সাময়িকীর পরিচালনা বোর্ডের জন্য কষ্ট হতোনা। কোন কোন পত্রিকার সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য সংখ্যা খুবই সীমিত ছিলো। সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা, তারবার্তার মনিটরিং (বা অনুবাদ) এবং ভুল সংশোধন করার যাবতীয় কাজ একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিলো। তবে এই কাজের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে ভুল সংশোধনকারীর পদ পৃথকভাবে সৃষ্টি করা হয়। শেখ আলী ইউসুফ মিসরে সর্বপ্রথম রোটারী মেশিনের প্রবর্তন করেন। এর দ্বারা আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির সংযোগ হয়। "আল-মুয়ায়্যিদ", "আল-আহরাম" "আল-লিওয়া" ও "আল-মুকাত্যাম" এর ন্যায় বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলো উন্নতমানের মেশিনের সাহায্যে ছাপানো হতে থাকে। এই সময়ের পত্রিকাগুলোতে ব্যাপক হারে ছবি না থাকলেও সাপ্তাহিক ও মাসিক আরবী পত্রিকা-গুলোতে মহান ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সচিত্র প্রতিবেদন নিয়মিত ছাপানো হতো। তবে মিসরে তখন পর্যন্ত ব্লক বা নকশা ছাপবার ফলক তৈরী করা হয়নি। তাই ১৩৪৩/১৯২৪ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "আল-মুসাওওয়ার" (সচিত্র) পত্রিকার কর্মকর্তারা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁদের পত্রিকার শিরোনামা ও ভেতরের সচিত্র পৃষ্ঠা ইউরোপ থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো মিসরেই ছাপানো হতো। ফলে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে অনেক খরচ পড়তো। সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিদেশী খবর ও ইউরোপের ডাক এই সময়ের সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে বিশেষভাবে স্থান পেতো। "আল-লিওয়া" -এর সম্পাদক পরিষদ একটি নতুন কলাম (column) চালু করে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উপর এতে সম্পাদকীয় মতামত পেশ করা হতো। আজো কোন কোন পত্রিকায় এই কলামটি "হাদিস আল-ইয়াওম" (আজকের ঘটনা) নামে চালু রয়েছে। ১৩২৫/১৯০৭ সালে হিযব আল-উম্মাত পার্টির পক্ষ থেকে সৈয়দ আহ্‌মদ লুৎফী কর্তৃক "আল-জারীদা"

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে পত্রিকা সম্পাদকদের মাসিক বেতন স্বেচ্ছায় বাড়ানো হয়। প্রবন্ধকারদের পারিশ্রমিক উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়। নতুন আঙ্গিকে লেখা সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধগুলোকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের শুরুতেই সংবাদপত্রের উপর নতুন নতুন অধ্যাদেশ জারী হতে থাকে। ফলে মিশরীয় সাংবাদিকতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে। উৎপাদনের স্বল্পতার কারণে নিউজ প্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এবং বেশ কিছু পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কেউ নতুন পত্রিকা বের করতে সাহস পেত না। বিশ্বযুদ্ধের শেষে কিছু সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। রোটারী মেশিনের সাহায্যে "আল-হিলাল"-এর মুদ্রণ কাজ চলতে থাকে। রকমারী ছবি মিসরের আরবী সাংবাদিকতার মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কৌতুকছবি, ব্যঙ্গচিত্র ও রাজনৈতিক কার্টুন বের হতে থাকে। তখন থেকে সংবাদসরবরাহ একটি সাহিত্যিক আর্ট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। রিপোর্টারদের অনুভূতি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরো জোরদার করা হয়। রিপোর্টারদের আগ্রহ দেখে আরব সাংবাদিকগণ মন্তব্য করেন যে, তাঁরা সংবাদের স্বাদ আস্বাদন করে থাকে। সংবাদ সরবরাহকে কেন্দ্র করে আরব সাংবাদিকদের অনেক রহস্যজনক ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া হতো। পরবর্তী সময়ে সংবাদ ছাপানোর জন্য বিভিন্ন মেশিন ব্যবহার করা হতো। যেমন, টাইপ, রোটারী মেশিন, রোটোগ্রাফার ইত্যাদি। টাইপরাইটারের দ্বারা কম্পজিটর অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করে আরবী অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে ছাপানো হতো। রোটোগ্রাফার সাধারণতঃ সচিত্র সাময়িকী গুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। রোটারী মেশিনের সাহায্যে ছাপানোর কাজ, পৃষ্ঠার ক্রমবিন্যাস, সেলাই ইত্যাদি করা হতো। এর দ্বারা একটি পরিপূর্ণ সাময়িকীর ঘন্টায় আট হাজার কপি তৈরী করা সম্ভব হতো।[২৯]

এই সময়ের আরবী সাময়িকীগুলোর মধ্যে একমাত্র "আল-হিলাল"-ই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের কারণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়। এর কর্মকর্তাগণ মিসরে আরবী সাংবাদিকতার ক্রমোন্নতির জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। "আল-হিলাল" ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর কর্মকর্তাগণ অনেকগুলো বিজ্ঞান, কলা ও কৌতুক পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করে। 'আল-মুসাওওয়া"রের ছবিগুলো রোটোগ্রাফের

মাধ্যমে ছাপিয়ে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। "আল-মুসাওয়া"র রূপালী পর্দা, সিনেমা, শরীরচর্চা ও শারীরিক পরিশ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ছবি ও প্রবন্ধগুলো গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতো। ১৩৫১/১৯৩২ সালের মার্চ মাসে "আল-মুসাওওয়া"রের একটি পৃথক ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা "আল-কাওয়াকিব" নামে প্রকাশিত হয়। এতে মঞ্চ নাটক ও সিনেমার সাথে সম্পৃক্ত উন্নত মানের প্রবন্ধ, সাধারণ জ্ঞান ও ছবি প্রকাশিত হতো। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে "আল-আবতাল" নামে অন্য একটি বিশেষ সংখ্যাও চালু করা হয়। সাময়িকীটি শরীর-চর্চা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এর আগে ১৩৪৮/১৯২৯ সালের মে মাসে "কুল্ল শায়্য ওয়া আল-দুনিয়া" (সকল বস্তু ও পৃথবী) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ব্যাপক সার্কুলেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই সব সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পত্রিকা ছাড়াও আল-হিলালের কর্মকর্তাগণ ১৩৪৫/১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে "আল-ফুকাহা" (ব্যঙ্গ কৌতুক) নামে একটি কৌতুক পত্রিকা প্রকাশ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সাময়িকীর মধ্যে "আল-তাবীব" (চিকিৎসক) ও "আল-শিফা" (আরোগ্য)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের "আল-হুকূক" (অধিকার) একটি সাংবিধানিক পত্রিকা ছিল। সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে "আল-মাশরিক" (প্রাচ্য)ও বেশ সুনাম অর্জন করে। সামাজিক সমস্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত "মাজাল্লাহ আল-উলূম আল-ইজতমায়িয়্যাহ্" (সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল) এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত 'মাজাল্লাত আল-তা'আভুন" (অর্থনৈতিক জার্নাল) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় সাময়িকীগুলোর মধ্যে পূর্ব থেকে প্রকাশিত আল-মানার" (বাতিঘর) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মহিলাদের নিজস্ব পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি ছিলেন।[৩০]

মিসরে আরবী সাংবাদিকতার চতুর্থ পর্যায়ের বিস্তৃতিকাল হলো ১৩৭২/১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই পর্যায়ের সূচনা হয় রাজনৈতিক ও পার্টিগত সংবাদপত্রের বন্ধ ঘোষণার মাধ্যমে। হিযব আল-ওয়াতানী নামে মাত্র একটি রাজনৈতিক দলের পত্রিকা চালু রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, ওয়াফদ পার্টি ১৩৭২/১৯৫২ সাল পর্যন্ত মিসরের সাংবাদিকতা তথা রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করে। এর

পূর্বে অধিকাংশ সময় পার্টিটি মিসরীয় পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধান মন্ত্রীর পদ সাধারণতঃ ওয়াফদ বিরোধী ব্যক্তির হাতেই থাকতো। ফলে মন্ত্রী পরিষদ ও পার্লামেন্ট সব সময় ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো। ১৩৭২/১৯৫২ সালের পূর্বে মিসরের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ওয়াফদ পার্টি, লিবারেল কন্সটিটিউশনাল পার্টি, ইত্তেহাদ পার্টি, শার্ববা পিপলস পার্টির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৩৫১/১৯৩২ সালে ওয়াফদ পার্টি দুইভাগ হলে বিদ্রোহীগণ আহ্‌মদ সাহির ও নুক্‌রাশী পাশার নেতৃত্বে সাদী ওয়াফদ পার্টি গঠন করে। এইসব দল ওয়াফদ পার্টির চেয়ে অধিক সংযত ছিলো। এই সময় জঙ্গী মুসলিম দলগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ছিল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherhood) বা জমিয়ত আল-ইখওয়ান আল মুসলিমিন। ওয়াফদ পার্টির কার্যক্রম ব্যর্থ হলে জামাল আবদ আল-নাসেরের নেতৃত্বে ১৩৭২/১৯৫২ সালের ২৫শে জুলাই ফ্রি অফিসার্স ক্লাবের সদস্যগণ রাজা ফারুককে সরিয়ে মিসরের রাজধানী দখল করেন। উল্লেখ্য যে ফ্রি অফিসার্স ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে দুইজন কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন, চার বা পাঁচজন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যও ছিলেন, যাঁরা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন না। এই সময় মিসরবাসীরা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। তবে অধিক ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তি হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং এর সাথে মোকাবিলার দরুণ আরবী ভাষী মুসলমানদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। এইকথা সত্য যে যুবক অফিসারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কোন পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ছিলোনা। তাঁরা বাদশাহ্‌ ফারুকের দুর্নীতি দূর করার সংকল্প গ্রহণ করে এবং আশা করে যে-কোনও উপায়ে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বেসামরিক সরকার গঠিত হবে। রাজা ফারুক মিসর ত্যাগ করায় এক বছর পর মিসরকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়; ১৩৭৪/১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মাসে মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন সদস্য নাসেরের জীবননাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালালে আর, সি. সি. (Revolutionary Command) ভ্রাতৃসংঘকে বেআইনী ঘোষণা করে। ১৩৭৪/১৯৫৪ সালের শেষ নাগাদ নাসের বিপ্লবের আসল নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ১৩৭৬/১৯৫৬ সাল নাগাদ মিসরকে

একটি সংবিধান প্রদানের ওয়াদা করেন। ১৩৯০/১৯৭০ সালে নাসিরের মৃত্যু হলে আনোয়ার সাআদাত মিসরের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব-গ্রহণ করেন। বর্তমানে মিসরের হোসনে মোবারক প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োজিত আছেন এবং আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। উল্লেখ্য যে, ১৩৭৮/১৯৫৮ সালে মিসরের সব রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ বন্ধ ঘোষণা করা হলে শুধু আল-হিযব আল-ওয়াতানী (মাতৃভূমি) দলটি বহাল রাখা হয়। ১৩৮০/১৯৬০ সালের মে মাসে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান হলে মিসরের আরবী সাংবাদিকতাকে ঢেলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানো হয়। ফলে, সংবাদপত্রগুলোকে ব্যক্তিগত বা কোম্পানীর একক মালিকানার পরিবর্তে আল-হিযব আল-ওয়াতানী পার্টি'র তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। এইভাবে মিসরীয় সাংবাদিকতার স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে এবং তা এককভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সব বড় বড় দৈনিক পত্রিকা মিসর থেকে আরবী ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে, তাদের মধ্যে "আল-আহরাম, "আল-জমহরিয়্যাহ (প্রজাতন্ত্র) "আল-আখবার" (সংবাদপত্র) "আল-মাসা" (বিকাল) এবং "আল আসাস" (মূল উৎস)-এর নাম বিশেষভবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে "আল-জমহরিয়্যাহ" হলো একটি সরকারী গেজেট। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে "আল-বোরহান", "আল-বায়ান" ও "মিরাত আল-শারক" (প্রাচ্যের দর্পন) ইত্যাদি বিখ্যাত।"[৩১]

বর্তমান যুগে মিসরে আরবী কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তা এবং কবি ও লেখকদের মর্যাদা ও সুনাম সম্পূর্ণরূপে আরবী সাংবাদিকতার উপর নির্ভরশীল। তবে আরবী সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কবি ও সাহিত্যিকদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর শেষের দিকে মিসরের আরবী সাৎবাদিকতার একটি উজ্জ্বল দিক হলো যে, অনারব দেশগুলো বিশেষভাবে জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি দেশগুলো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান অর্জনের জন্য মিসরের আরবী- সাংবাদিকতার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে। এ সব দেশের সরকার প্রধানগণ তাই অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের পত্রিকা ও সাময়িকীকে আরবী ভাষায় প্রকাশ করার অনুমতি দেয়। আরবী সাংবাদিকতা মানব জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে আছে।

তা আরবী ভাবাবেগ কে জাগ্রত করছে এবং বুদ্ধিমত্তাকে আরো প্রখর করছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করছে এবং তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। মিসরের আরবী সাংবাদিকতা প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের সংস্কৃতি একত্রিত করে নতুন ধারায় আরবী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করছে। মূলতঃ আরবী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং আরবী ভাষা ও বর্ণনার ধারা কখনো মিসরের আরবী সাংবাদিকতার অবদান অস্বীকার করতে পারবে না। মিসরে প্রাচীন আরবীয় সভ্যতা দু'টো ধারায় প্রবাহিত হতো। প্রাচীন-পন্থী ও আধুনিকপন্থীদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলতো। একদিকে পুরাতন রীতির সমর্থক ও অনুসারীগণ আধুনিক আরবী ভাষাকে যুগের প্রচলিত ভাষা হিসেবে দেখতে চায়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিন্তাবিদগণকে আরবী ভাষা ও বর্ণনার ধারাকে প্রাঞ্জল ও জনসাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতে দেখা যায়। এই দু'টি দলের রচনাশৈলী ও বাচনভঙ্গিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীনপন্থী আরবী সাংবাদিকরা আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে পুরাতন স্টাইল ও ধারা থেকে কখনো মুক্ত দেখতে চাননা। আরবী সাংবাদিকতা মিসরের এই দু'টি বিবাদমান দলকে একীভূত করার সফল চেষ্টা করে। ফলে, উভয় দলের বাণীভঙ্গি ও বর্ণনাধারার মধ্যে ধীরে ধীরে সহনশীলতার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে মধ্যবর্তী এমন একটি স্টাইল অবলম্বন করা হয়, যা আধুনিক ধ্যান-ধারণাকে আরো প্রসারিত করে। পরিবর্তনশীল পরিবেশ পর্যালোচনা করতে তার কোন কষ্ট হয় না। সাথে সাথে ভাষার বিশুদ্ধতারও সৌন্দর্য বহাল থাকে। আরবী সংবাদপত্রের অধিকাংশ পাঠক সাধারণ জনগণ। তাই মিসরে সাংবাদিকতার ভাষাকে সহজ, সরল ও সাবলীল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, মিসরের আরবী সাংবাদিকতা আরবী সংস্কৃতিকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সহজ ও সরল ভাষায় জনগণের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা ও অবদান রাখছে।[৩২]

তথ্যনির্দেশ

১. তু. Great Soviet Encyclopaedia (London, 1975), খণ্ড, ৯ পৃ. ২৯৮ ; The New Caxton Encyclopaedia (London, 1977), খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৫২

২. তু. Encyclopaedia Americana (New York, 1976), খণ্ড ১৬, পৃ. ২১৮; The Universal English Dictionary (London, 196I), পৃ. ৩২৩

৩. তু. Webster, New word Dictionary of the American Language (New York, 1964), খণ্ড ২, পৃ. ৭৯১

৪. তু. Encyclopaedia Americana, খণ্ড ১৬, পৃ. ২১৮

৫. তু. The New Caxton Encyclopaedia, খণ্ড ১৪ পৃ. ৪৩৭৫

৬. তু. Collier's Encyclopaedia (New York, 1977), খণ্ড ১৭, পৃ. 888

৭. তু. Encyclopaedia Americana, খণ্ড ১, পৃ. ১২২; Everymen's Encyclopaedia (London, 1958), খণ্ড ৯, পৃ. ২১৫; The New columbia Encyclopaedia (Columbia : University Press, 1975), পৃ. ১৪৩৩; Collier's Encyclopaedia, খণ্ড ১৭, পৃ. 888; E. M. Horsely সীজারের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ যথাক্রমে ১০২ খ্রী. পূ. ও 88 খৃ. পূ. তু. Hutchinson's New 20 the century Encyclopaedia (London, 1870), পৃ. ১৯৩

৮. তু. The New Caxton Encyclopaedia, খণ্ড ১৪, পৃ. ৪৩৭৫

৯. তু. Collier's Encyclopaedia, খণ্ড ১৭, পৃ. 888

১০. তু. Encyclopeadia Americana, খণ্ড ১৬, পৃ. ২১৯

১১. প্রথমে সংবাদগুলো মুদ্রিত থাকতো না, বরং হাতে লিখে জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন স্থানে টানিয়ে দেয়া হতো। যে কেউ "গেজেট" নামক মুদ্রার বিনিময়ে তা পড়তে পারতো। এ জন্যেই ঐ সব সংবাদ বিবরণী "গেজেট" নামে আখ্যায়িত হয়। তু. Chamber's Encyclopeadia (Philadelphia, 1908) খণ্ড ১৭, পৃ. ৪৭২-৭৩

১২. তু. Cellier's Encyclopeadia, খণ্ড ১৭, পৃ. 888. Everymen's Encyclopaedia খণ্ড ৯, পৃ. ২১৫

১৩. তু. আবদুল কাইয়ুম, "আরবী সাহাফাত কী ইব্‌তিদা ওয়া ইরতিকা," ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯), খণ্ড ২৫, সংখ্যা, ২, ধারাবাহিক সংখ্যা ৯৬, পৃ. ২০-৪০

১৪. তু. Ch. Pellat and L. hewis, "জারীদা" উর্দু দায়েরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ, লাহোর, দানিশগাহ্ পাঞ্জাব (১৩৯১/১৯৭১), পৃ. ১৭৯; মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন, আলাম আল-নাছর ওয়া আল-শিরকী, আল-আসর আল-আরাবী আল-হাদীস (মাদ্রাজ : হাফিযা হাউজ প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স ১৪০০।১৯৮০), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯-৯৪ তবে এর পূর্বে আল-সহীফা, আল-নশরাহ, আল-ওয়ারাকা আল-খাবরিয়্যাহ, আল-ওয়াকাই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হতো।

১৫. তু. J. W. Zinkeisen, *Geschichte des Osmanischen Reiches* (Guta, 1859), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১

১৬. তু. উর্দু দায়েরা মাআরিফ ইসলামিয়্যাহ পৃ. ১৮০

১৭. ঐ, পৃ. ১৮০

১৮. ঐ, পৃ. ১৮০-৮১; মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, "আরবী সাহাফাত" ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, খণ্ড ২৫, সংখ্যা, ১, পৃ. ২১; ইব্রাহীম আবদুহ্, তারীখ আল-তাবা'আওয়া আল সাহাফাহ ফী মিসর খিলাল আল-জামলা আল-ফ্রাঞ্জিয়্যাহ্, ১৭৯৮-১৮০১ (কায়রো; মাকতাবা আল-আদাব, ১৯৪৯), পৃ. ৫৯-৮৮

১৯. এর আগে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কর্তৃক "আল-তানবীহ" নামে আরবীতে একটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হতো। ঐ প্রচারপত্রের সম্পাদক ছিলেন সায়্যিদ ইসমাঈল আল-খাশ্‌শাব। হিট্টি ঐ প্রচারপত্রটিকেও সৌজন্যের খাতিরে সংবাদ পত্রের মর্যাদা দিয়েছেন তু. P. K. Hitti, Lebanon in History (London, 1959), পৃ. ৪৬৫

২০. তু. Ch. Pellat and B. Lewis "জারীদা" উর্দু দায়েরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭৯-১৮৩

২১. তু. P. M. Holt, "আরবী সাংবাদিকতা," উর্দু দায়েরা মাআরিফ ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৮৪-১৮৬

২২. ঐ

২৩. তু. Stewart, Desmond, Young Egypt (London, 1977), পৃ. 62-63; Encyclopaedia Americana, ৯ম খণ্ড (New York, 1972), পৃ. ৩৮ম-৩৮ন

২৪. তু. Richmond J. C. B, Egypt 1778-1952 (London, 1977), পৃ. ১১৫-১১৬; Fyfe, H. Hamilton, The New spirit in Egypt (London, 1911), পৃ. ১১৭

২৫. তু. P. M. Holt, "আরবী সাংবাদিকতা", উর্দু দায়েরা মাআরিফ, পৃ. ১৮৪-১৮৬; আবদুল কাইয়ুম, "আরবী সাহাফাত", ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, পৃ. ২০-৪০

২৬. তু. Encyclopaedia Americana, ৯ম খণ্ড পৃ. ৩৮ম-৩৮ন; Sufran Nadav, Egypt in Search of Political Community (London, 1961), পৃ. ৫৮

২৭. তু. P. M. Holt, "আরবী-সাহাফাত", উর্দু দায়েরা মাআরিফ, পৃ. ১৮৪-১৮৫; ইব্রাহীম আবদুহ, তাতাওওর আল-সাহাফা আল মিসরিয়্যাহ্ ১৭৯৮-১৯৫১, (কায়রো মাকতাবা আল-আদাব, ১৯৫১), পৃ. ৩১-৩৫; ঐ, তারীখ আল-ওয়াকাই আল-মিসরিয়্যাহ্, ১৮২৮-১৯৪২, (কায়রো মাফতাবা আল-আদাব, ১৯৫৩), পৃ. ৩৮-১০৬

২৮. তু. ইব্রাহীম আবদুহ্, তাতাওর আল সাহাফা, পৃ. ৩১-৩৫

২৯. তু. আবদুল কাইয়ূম, "আরবী সাহাফাত কী ইবতিদা ওয়া ইরতিকা", ওরিয়েন্টাল কলেজ, ম্যাগাজিন, পৃ. ২০-৪০ ; P.M. Holt "আরবী সাহাফাত, মাশরিক উসতা", উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৫ ; Safran Nadav, Egypt in Political Community (London, 1161), পৃ. ৫৮

৩০. ঐ, ফিলিপ ত্যারাযী, তারীখ আল-সাহাফাত আল-আরাবীয়্যাহ, (বৈরুত, ১৯৩৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১-৫০

৩১. তু. Stewart, Desmond, Young Egypt, পৃ. ৬২-৬৮

৩২. তু. আবদুল কাইয়ূম, পৃ. ২০-৪০ ; Ch. Pellat and B. Lewis, "জারীদা" উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৭৯-১৮৪ ; P. M. Holt, "আরবী সাহাফাত, মাশরিক উসতা," পৃ. ১৮৪-১৮৬ ; ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪,) পৃ. ৩৮৩-৩৯৯, ৫২২-৫৩৬।